APR. 09 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ .....

ইত্যাদি

পৃথিবী আজ হুমকির মুখোমুখি...

পৃথিবীতে মানুষ বেড়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। জনসংখ্যা আজ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬১০ কোটিতে। যা পৃথিবীর জন্য আজ এক বিস্ফোরক। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ আজ বিশ্বের অন্যতম প্রধান আলোচিত সমস্যা।

বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা ৬১০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ২০৫০ সাল নাগাদ এই জনসংখ্যা ৫০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়াবে ৯৩০ কোটিতে। এই জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ কয়েকটি দেশের মধ্যে আবদ্ধ। দেশগুলো হচ্ছে ভারত, চীন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দপ্তরের আওতাধীন জনসংখ্যা বিভাগের সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বে ১.৩ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৮ কোটি। এই বৃদ্ধির একটা অংশ বাড়ে ভারতে এবং এর হার ২১ শতাংশ। আর বিশ্ব জনসংখ্যার ৮০ শতাংশই বাস করবে এসব দেশে ২০৫০ সালে। উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা স্থির থেকে হবে ১২০ কোটি। ২০৫০ সাল নাগাদ ৪৯টি স্বল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৬৭ কোটি থেকে ১৮৬ কোটিতে উন্নীত হবে। তবে নিম্ন উর্বরতাময় ৩৯টি দেশে জনসংখ্যা কমে যাবে। এটা সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হবে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে।

জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় ১৯৬০ সালের পর। পৃথিবীর জনসংখ্যা ১০০ কোটিতে পৌঁছতে প্রথম ১ হাজার ৮০০ বছর লাগে। জনসংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়ায় ১৮০৪ সাল নাগাদ। এরপর জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে: ১৯২৭ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ কোটিতে দাঁড়ায়, ৩০০ কোটিতে জনসংখ্যা পৌঁছে ১৯৬০ সালে, ৪০০ কোটিতে পৌঁছে ১৯৭৪ সালে, ৫০০ কোটিতে ১৯৮৭ সালে, ২০০০ সালে এটা প্রায় ৬০০ কোটিতে পৌঁছে এবং বর্তমানে তা ৬০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। বর্তমানে গড় আয়ু ৬৬ বছর। ১৯৫০ সালে গড় আয়ু ছিল মাত্র ৪৬ বছর। তবে এইডস এর মতো ভয়াবহ রোগের বিস্তারে জনসংখ্যার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। সবচেয়ে মারাত্মকভাবে এইডস-এ আক্রান্ত দেশগুলোতে ২০১৫ সাল নাগাদ গড় আয়ু কমে যাবে এবং এই গড় আয়ু কমে যাবে মোট গড় আয়ু থেকে ৭/৮ বছর। ৪০টি সর্বাপেক্ষা এইডস-এ আক্রান্ত দেশে আগামী ৫ বছরে এইডস-এ মৃত্যুবরণ করবে প্রায় দেড় কোটি লোক, আর এর বিরাট একটা অংশ হলো শিশু। তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জন্ম বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে তিনজনে দাঁড়াবে। নারী প্রতি যা কিনা ১৯৬৯ সালের তুলনায় প্রায় অর্ধেক এবং ২০৫০ সাল নাগাদ এই হার কমে ২.১-এ এসে দাঁড়াবে।

পৃথিবীতে বর্তমানে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকা লোক তার প্রয়োজনীয় খাদ্য থেকে বঞ্চিত। বিশ্বের ৮০ কোটি লোক স্থায়ী পুষ্টিহীনতায় ভুগছে আর ২০০ কোটি লোকের খাদ্য নিরাপত্তা নেই। ১০৫টি উন্নয়নশীল দেশে এক জরিপ থেকে দেখা যায়, ৬৪টি দেশ খাদ্য উৎপাদন তার নিজের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে আফ্রিকার অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। মানুষের খাদ্য চাহিদার প্রায় ৯০ শতাংশ মেটে ১৫টি খাদ্য শস্য থেকে। এর মধ্যে প্রধান তিনটি শস্য হলো চাল, গম এবং ভুট্টা।

খাদ্য সমস্যা ছাড়াও আমাদের রয়েছে পরিবেশগত সমস্যা। পরিবেশের ভয়াবহ বিপর্যয়ের দরুন পৃথিবীতে আস্তে আস্তে অনেক প্রজাতির গাছ বিলুপ্ত হতে থাকবে এবং ২০২৫ সাল নাগাদ প্রায় ৬০ হাজার প্রজাতির গাছপালা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে। খাদ্য সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে সুপেয় পানির সমস্যা একটা বড়ো সমস্যা হিসেবে দেখা দেবে। বর্তমানে প্রায় ৫১ কোটি লোক পানি সঙ্কটে ভুগছে। পানির সমস্যায় ভুগছে এরকম দেশের সংখ্যা হলো ৩১টি। ২০২৫ সাল নাগাদ প্রায় ৫০টি দেশ পানির সমস্যার মুখোমুখি হবে। ২০৫০ সাল নাগাদ মোট জনসংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ লোক এমন দেশগুলোতে বসবাস করবে যারা কিনা তাদের মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে ন্যূনতম ৫০ লিটারের পানি জোগাড় করতে পারবে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বর্তমানে প্রায় ১১০ কোটি মানুষ পরিষ্কার পানির সুযোগ থেকে বঞ্চিত। উন্নত দেশগুলোতে পয়বর্জ্যের ৯০ শতাংশ এবং শিল্প বর্জ্যের ৭০ শতাংশ অপরিশোধিতভাবে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন জলাশয়ে ফেলা হয়। ফলে পানি দূষিত হয়। তাছাড়া প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে খুব কম পরিমাণ পানিই ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব।

বায়ু দূষণে প্রতিবছর আক্রান্ত হবে প্রায় ১১০ কোটি লোক এবং তার ৯০ শতাংশই হবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এবং এতে প্রতিবছর প্রায় ২০/৩০ লাখ লোক মারা যাবে। এছাড়া বিভিন্ন সংক্রামক রোগে সারা বিশ্বে ২০-২৫ শতাংশ লোক মৃত্যুবরণ করবে। অপরিচ্ছন্ন পানি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব সারা বিশ্বে প্রায় দেড় কোটি লোকের মৃত্যুর জন্য অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়াবে। প্রতিটি লোকের রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পদ ভোগ করার অধিকার। কিন্তু এই সম্পদ ভোগের মধ্যে একটা বড়ো তফাত দেখা যাবে: বিশ্বে প্রায় ২০ শতাংশ লোক ব্যক্তিগত সম্পদের ৮৬ শতাংশ ভোগ করবে; আর দরিদ্র্যতম ২০ শতাংশের ভাগ্যে পড়বে মাত্র ১.৩ শতাংশ।

এবার বাংলাদেশের দিকে তাকানো যাক। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান জনসংখ্যাবহুল একটি দেশ। বিশ্বে এর অবস্থান নবম। বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ১৪ কোটি। ১৯২০ সালের পর বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯০১ সালে মোট জনসংখ্যা ছিল ২.৯০ কোটি। ১৯২১ সালে তা এসে দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে ৩ কোটিতে। ১৯৬১ সালে এটা সাড়ে ৫ কোটিতে পৌঁছায়। ১৯৭১ সালে জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি, ১৯৮১ সালে ৯ কোটি, ১৯৯১ সালে ১১.১৪ কোটি এবং বর্তমানে এটা প্রায় ১৪ কোটিতে দাঁড়ায়। বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার ১.৯। প্রতিবর্গ কিমি জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় ৮৫০ জন। এভাবে যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে ২০৩৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২০-২২ কোটিতে পৌঁছাবে। আর এই বৃদ্ধির অধিকাংশই হবে শহরাঞ্চলে। সারা দেশে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৯ শতাংশ, সেখানে শহরাঞ্চলে এই জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ৬.১ শতাংশ।

১৯৬১ সালে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ছিল ৫ লাখ। ৯৮-এ এসে তা দাঁড়িয়েছে ৯০ লাখের ওপর আর ২০২০ সাল নাগাদ এটা বেড়ে প্রায় দেড় কোটিতে দাঁড়াবে। আর এই জনসংখ্যার জন্য ঢাকা মানুষ বসবাসের অযোগ্য একটি শহরে পরিণত হবে।

অতিরিক্ত জনসংখ্যা আজ বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে এক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ম্যালথাসের মতে, কোনো দেশের জনসংখ্যা যদি সে দেশের মোট খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে বেশি হয় তা হলে যে অবস্থার আবির্ভাব হয় সেটা জনসংখ্যা সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। তার সংজ্ঞায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় অনেকটা জ্যামিতিক হারে অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৮ ও ১৬ হারে। আর খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪, ৫ হারে। এর ফলস্বরূপ অতিরিক্ত জনসংখ্যা খাদ্য সমস্যায় ভোগে। অন্যান্য সমস্যা তো রয়েছেই।

জনসংখ্যা সমস্যা বর্তমানে বাংলাদেশের একটি বড়ো সমস্যা। ভবিষ্যতে এটা একটা বড়ো বিস্ফোরণ হিসেবে দেখা দেবে যা কিনা প্রতিনিয়ত প্রতিটি লোককে তার প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদা আদায়ের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাই এই জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আমাদেরকেই; আমাদের সুষ্ঠুভাবে জীবনটাকে ভোগ করার জন্য।

অনিবার্য এই বিপর্যয় ঠেকাতে আমাদের সকলকেই সতর্ক হতে হবে। আমরা সকলেই একটা পরিকল্পিত জীবন গঠনের মাধ্যমে একটা সুন্দর দেশ উপহার দিতে পারি পৃথিবীকে। পাশাপাশি সুষ্ঠু নাগরিক চাহিদা ভোগের অধিকারের সুযোগটি করে দিতে পারি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে; প্রতিটি মুহূর্তের জন্য। এটাই হোক আজ থেকে আমাদের একমাত্র কাম্য।

□ সুমন আহমেদ